# ॥ সাগর দেখার সাধ ॥

# পূর্বভাষ

## আকাশ দেখিনি কতকাল

আকাশ দেখিনি কতকাল,
কতকাল দেখিনি সকাল।
আঁধার দুচোখে নিয়ে
ঘরে ঘরে দেখেছি আকাল।

তবু কিছু স্বপ্ন বেঁচে থাকে,
আকাশকে বুকে ধরে রাখে।
সকালের সাধ নিয়ে মনে
কিছু কিছু আশা রাত জাগে॥

## যে সাগর বুকে নিলাম

যে সাগর বুকে নিলাম
ঊর্মি তার অন্তরময়।
যে আকাশ চোখে নিলাম
স্বপ্ন তার মনে জেগে রয়।
যে মাটি মেনে নিলাম
ভালোবাসা প্রাণের গভীরে,
যে-হৃদয় চেয়েছিলাম
কাঁদে কেন মৌন তিমিরে ?

## নিরুদ্দেশ মেঘ

চাঁদ যখন মুখ ঢাকে মেঘের আকাশে,
সাগর ছুঁয়ে কল্পনারা পাখি হয়ে আসে।
রাতের দুপুর যখন শুধুই খেয়ালে
নিরুক্ত কথার ছবি মনের দেওয়ালে
আঁকে আর মোছে, হঠাৎ সব খেলা ফেলে
হাওয়ার মিনারে সবুজ লণ্ঠন জেলে
চাঁদের স্বপ্ন-চোখে লীন হয়ে যায়
অকারণ অভিমান মনের কান্নায়।

চাঁদ বুঝি জানতে পেরেছে আভাসে
মেঘ হবে নিরুদ্দেশ উধাও আকাশে॥

## সাগর স্বপ্ন

সাগর-স্বপ্ন দুচোখেই যদি আঁকা
উজ্জ্বল মুখ সকালের সোনা রোদে।
আকাশ-আশা ঘুমের পাশে পাশে
স্মৃতির মেঘে মনটি কেন ঢাকে ?

ভালোবাসার সাগর যদি বুকে,
আকাশ-চোখে কিসের তবে জল ?
মন মেলে আজ সাগর দেখার সাধ,
চুপটি করে হৃদয়ের দ্বারে বসে।

ঘুম যদি আজ রূপকথারই দেশ
গল্প শোনায় হাওয়ার কানে কানে,
হৃদয় যদি সাত সাগরের ঢেউ
পাল তুলে দাও মানিক বোঝাই মনে

আজকে তবে নোঙর কর মন
হৃদয় যদি ঢেউয়ের দোলায় দোলে

## যখন তোমার মন

যখন তোমার মন জানলাম ঃ
কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় পালিয়ে গেল
সকাল রঙের খুশির কৌতুক,
দূরে আকাশে হারিয়ে গেল
হয়তো শঙ্খচিল ;
হয়তো উৎসুক
শেষ কবিতার শেষ চরণের মিল।
মেনে নিলাম।

যখন তোমার মন শুনলাম ঃ
বকুলের শাখায় শাখায় মিলিয়ে গেল
ভোরের মালতী-মন।
হয়তো হাসির মতন
কেতকী কি করবীর মন কাঁদিয়ে গেল
শীতের হাওয়ার হাত
সমস্ত রাত।
এঁকে নিলাম।

যখন তোমার মন পড়লাম ঃ
রজনীগন্ধা ফুলে ফুলে ভরিয়ে গেল
রাতের আকাশ-কান্না ;
চুনি কি পান্না
মনের চোখে ঝরিয়ে গেল।
একা চাঁদ মেঘের পায়ে সাধলো সারা রাত।
ভিজে মাটির গন্ধে মৌতাত।
মেখে নিলাম।

## সকালের এই উল্লেখ

নোতুন নোতুন আশার ঝিনুক কুড়িয়ে আশ্বাসের আর কতকাল
অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে রোজ রোজ সাজাবে সকাল?
এক মুখ হাসির সকাল খুশির চোখ মেলে মেলে
কৌতুকে পেরিয়ে যায় উৎসুক পা ফেলে ফেলে।
তবুও খানিক এই চুরি করা সময়ের সুখ
সমুদ্রের বালুচরে খুঁজে মরে মুক্তার মুখ।
মুগ্ধ মন বসে বসে আলো আঁকে রং-ফেরা বালির বিকেলে
সকালের রোদ্দুরে মনে হয় সে কোন্ সেকেলে!
সময়ের সমুদ্রের ঢেউ হেসে হেসে মুছে দিয়ে যায়
স্মৃতির কুসুমসুখ সন্ধ্যার বাতাস-কান্নায়।
হঠাৎ ছায়া ফেলে এক আকাশ অন্ধকার মেঘ
হয়তো মুছে দেবে সকালের এই উল্লেখ।

তবুও নোতুন আশার ঝিনুক কুড়িয়ে এমনি কতকাল
সময়ের সমুদ্রের কূলে রোজ রোজ সাজাবে সকাল॥

## সময়ের হাত ধরে

সময়ের হাত ধরে এই চলা পা ফেলে ফেলে—
সকাল থেকে যখন পেঁছেছি বিকেলে,
'আকাশের চাঁদ পেড়ে দাও'-মনটা যখন পড়েছে বালির দুপুরে,
তখন ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে, ডুব দিই ছায়াঘেরা শান্তজল কোন
নির্জন পুকুরে।
মায়ের স্নেহের মতো কোন শীতল ছায়ায় একটু জুড়াই,
স্মৃতির অতল থেকে কিছু স্নেহের মুক্তো কুড়াই।
সর্বাঙ্গে মেখে নিই শিশুর সরলতা,
আবার সহজ হই, মুক্ত হই ফেলে দিয়ে সব জটিলতা।
জনারণ্য থেকে দূরে, অনেক দূরে, অন্য কোন অরণ্যের সুখে
আবিষ্ট হই, নিঃশঙ্ক স্বপ্নের ছবি এঁকে নিই এই চোখে মুখে।

সময়ের তালে তালে এই চলা পথ সীমাহীন,
ইচ্ছার সমাধির এক স্মৃতিসৌধ গড়ি প্রতিদিন॥

## হীরামন পাখি হও মন

মন তুমি হীরামন পাখি হয়ে
উড়ে যাও অবাধ আকাশে ;
সুনীল স্বপ্ন নিয়ে এসো,
জীবনের কিছুকাল খুশি।

মোতিমন পাখি হও মন,
উড়ে যাও সমুদ্রের বুকে ;
নিয়ে এসো নীলকান্ত সাধ,
জীবনের কিছু পরমায়ু।

মগ্ন কর মুগ্ধ আমায় মনের গভীরে ;
বিদগ্ধ যন্ত্রণা থেকে দূরে নগ্ন কর মন।
দৃশ্যের দর্পণে দেখে নিই এ মনের মুখ।
আর কতটুকু বাকি আছে সুখ ?

তুমি শুধু হীরামন পাখি হয়ে মন
মোতিমন পাখি হয়ে আর
নিয়ে এসো আকাশের, সমুদ্রের
প্রাণময় পরম প্রসাদ॥

## তবুতো শুধাইনি কেন

তবুতো শুধাইনি কেন বলেছিলে ভালোবাসা আকাশের মতো
সুনীল এবং অসীম, ছুঁয়ে থাকে হৃদয়-সমুদ্র।
তবুতো বলিনি আমি ভালোবাসা এক আকাশ আশা
উজ্জ্বল তারার মতো জেগে থাকে আমার দুচোখে।
কোনদিন জানাইনি তবু ভালোবাসা সন্ধ্যার নীড়,
যেখানে অনেক ক্লান্ত উন্মুখ মন ফিরে পায় আপন আশ্রয়।
অথবা বলিনি আমি ভালোবাসা একটি বন্দর,
অনেক ঝড়ের পরে যেখানে নাবিকমন পেয়েছে আশ্বাস।
কোনদিন জানতে চাইনি কেন আকাশের মতো তোমার নয়নে·
অনেক শ্রাবণরাতের বারবার এনেছো বরষা।
ভালোবাসা অবুঝের মতো অকারণ অনেক কান্নায়
জানি জলভরা মেঘ হয় মনের আকাশে।
সান্ত্বনা দিইনি তবু ভালোবাসা সূর্যমুখীর মতো,
মেঘ সরে গেলে আবার দেখা পাবে সূর্যের মুখ।

আমি শুধু বলেছিলাম ভালোবাসা তোমাকেই দিলাম,.
আমি শুধু সেই সুখ আমার এ হৃদয়ে ভরে নিলাম॥

## একটি নির্জন

শুধু ওরা জেগে থাকে দুজন,
নিরন্ত রাত্রি আর নিরন্তর মন।
অবাক মুহূর্তগুলি স্মৃতি হয়ে যায়।
সময় শব হয়, ইচ্ছারা মূক,
অবুঝ অবোধের মতো শুধু উন্মুখ
সোচ্চার কোন এক সকালের আশায়।

আপাতত এই রাত্রি আর এই মন
দুজনে মিলে হয় একটি নির্জন॥

## প্রতিবন্ধী

হিমের চাদর মুড়ি দিয়ে রাত ঘুমিয়ে আছে,
সকালের সাধ জেগে থাকে শুধু বুকের কাছে।
দূরের আকাশে হয়তো এখন অনেক তারা,
কুয়াশায় ঢাকা পুরাতন চাঁদ দৃষ্টিহারা।
অন্ধকারের অরণ্য এক এই সময়,
রাতের গভীরে অনেক ব্যথার জন্ম হয়।
একা একা মন কাঁদে কোথা কোন্ যন্ত্রণায়,
ঘুম নেই চোখে কোন্ যন্ত্রীর মন্ত্রণায়।
ভিখারি মায়ের শিশু যীশু যত পথের পাশে,
আকাশের নীচে বেঁচে থাকে সুখ কিসের আশে।
কোন্ চিত্রীর অশ্রুমতীর মুখচ্ছবি
কবিতায় ধরে রেখে দিতে চায় পাগোল কবি।
কেঁদে ফিরে যায় রাতজাগা পাখি, মন বন্দী,
অন্ধ শহর এই কলকাতা প্রতিবন্ধী॥

## স্মৃতি থাকে ভালোবাসাতেই

রাতের সমুদ্র যদি অন্ধকার ঢেউ হয়ে আসে
সে-সমুদ্র বুকে নেব একান্ত আশ্বাসে ঃ
ভালোবাসা মুক্তা হয় বেদনার ঝিনুকের বুকে,
রাত্রিও ভোর হয় আসন্ন সকালের সুখে।
দিনের প্রত্যাশা থাকে রাত্রির তপস্যার শেষে,
নির্ভয় দিয়ে যায় ভয়ঙ্কর বৈশাখী এসে।
আলোর কুসুম ফোটে অন্ধকার শেষ হয়ে গেলে,
হৃদয় রক্তাক্ত হলে কাংক্ষিত ভালোবাসা মেলে।
প্রেমহীন জীবনের যন্ত্রণার কোন দাম নেই,
স্বপ্নেরা লীন হলে স্মৃতি থাকে ভালোবাসাতেই॥

## অকালবোধন

সীতা নয়গো শান্তি গেছে চুরি;
রাবণরাজার ছদ্মবেশে লোভ,
অহঙ্কারের মত্ত লঙ্কাপুরী,
বিশ্বময় জাগিয়েছে সংক্ষোভ।

সোনার হরিণ বঞ্চনারই নাম,
বঞ্চিত তাই রামের মতো কাঁদে।
জীবনবিহীন জীবনের কিবা দাম
জীবন যখন জীবনধরা ফাঁদে?

কিন্তু কেবল কান্নায় কত হবে
জীবন যখন শুধুই যন্ত্রণা?
শান্তি যদি ফিরেই চাই, তবে
বিনাশ করো লোভের মন্ত্রণা।

শান্তি চাই, শপথ করো, থাকুক রোদন,
শক্তি চাই, আজকে তাই, অকালবোধন।

## তবে কেন

আমিতো চাইনি কোনদিন
ভালোবাসা-সোনার হরিণ।
তবে কেন রাবণী মায়ায়
সীতামন কেড়ে নিতে চায়?

আমিতো বলিনি কোনদিন
আমি চাই সোনার হরিণ।
তবে কেন গণ্ডী টেনে দিয়ে
মুগ্ধ একা রেখেছে বসিয়ে?

আমিতো ভাবিনি কোনদিন
ভালোবাসা সোনার হরিণ।
মন যদি ভালোবাসে, তবে
নয়নের দোষ কেন হবে?

নয়নের তৃষ্ণা আছে বলে
মনেরে ভোলাবে কৌশলে?
আমি তবু ভুলে কোনদিন
চাইনিতো সোনার হরিণ।

তবে কেন একা একা মন
ফিরে যাবে অশোককানন?

## তুলে নাও গাণ্ডীব তোমার

বেশ খুলে ফেলো বৃহন্নলা,
বদল করো বেশ।
এখন আবেশ নয়,
এখন সময় লজ্জা মুছে ফেলার।
ছলাকলার কাল হোক শেষ।
উর্বশীর অভিশাপ ফিরিয়ে দাও,
ফিরিয়ে নাও পুরুষত্ব তোমার।
হে পার্থ, বৃহত্তর স্বার্থে আবার
তুলে নাও তোমার গাণ্ডীব,
শঙ্কার টঙ্কার তোল, তৃতীয় পাণ্ডব,
কেঁপে উঠুক বুক দুর্যোধনের।
দুঃশাসনের অবসান হোক।
শকুনিরা বুঝুক এখন
পরিণাম কপট পাশার।
হে অর্জুন, অর্জন করো পৌরুষ আবার,
ফিরে এসো জীবনের কুরুক্ষেত্র-রণে॥

## আলোকার্থী যে আত্মা অন্ধকারে আজও

এখনো কোন কোন দিন
সাধ হয়, হোক স্বপ্নিল।
হায়, সময়েরর বিষণ্ণতায়
ইচ্ছার মুহূর্তগুলি কুঁড়িতেই ঝরে পড়ে যায়।
তবুও ইচ্ছা করে, এই বিপন্ন সময়
অন্ধকার পার হয়ে হোক নির্ভয়।
ইচ্ছা করে, এই জরতী রাত্রি
আবার তরুণী হোক, হোক রূপসী;
লভুক মুক্তি আবার আলোকার্থী যে আত্মা
অন্ধকারে আজও উপোসী॥

# ॥ মানুষ যা চায় ॥

মানুষের মধ্যে কবিজনের মন চিরন্তন ভাবনায় ভরপুর। কবির মন রূপে এবং গতিতে হরিণ ; তাঁর সার্বজনীন মন স্বর্ণোজ্জ্বল। মহাকাব্য রচয়িতা আদি কবি বাল্মীকি, হোমার তাই সর্বযুগের সর্বমানবের। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিশ্বকবি-মানসের হাতে 'মানুষ যা চায়' অর্পিত হল।

## মানুষ যা চায়

আমরা মানুষ চাই
শতায়ু হই
নীরোগ স্বাস্থ্য নিয়ে
বেঁচে থাকার
ন্যূনতম প্রয়োজনীয়
অন্ন বস্ত্র আশ্রয় চিকিৎসা
শিক্ষা পেয়ে,
স্নেহ প্রেম প্রীতি আশীর্বাদ
শান্তির সীমানায়
শৈশব কৈশোর কাটিয়ে
যৌবনে পা দেবো,
ক্রমশ পদ্মের শতদলে
কর্মের আকাশ
ধরা দেবে বলে,
বিনিময়ে পাওয়া যাবে অর্থ
জীবনকে অর্থবহ করতে,
যেহেতু—
সভ্যতার মাটিতে
নীতির গাণিতিক
উদ্যানে এসে
দাঁড়িয়েছি, আমরা ;
অর্থকে করেছি
আমদানি
নিজেদের প্রয়োজনের
তাগিদে।

অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়

চিকিৎসা শিক্ষার জন্য

এক একজন আমাদের

কতটুকু প্রয়োজন

নির্ধারণ করে দেবে

রাষ্ট্র,

মেনে নিতে হবে তাই

আনন্দে।

নারী পুরুষের জীবনে

বিবাহ আবশ্যিক,

আবশ্যিক অন্তত একটি

ছেলে

এবং একটি মেয়ের

প্রতিজন মাতাপিতা

হবে বলে,

নইলে অপূর্ণতা

রয়ে যাবে

জীবন অভিজ্ঞতার ;

তারপর,

ছেলে-মেয়েদের

মানুষ গড়ার পালা

মাতা-পিতার একমাত্র লক্ষ্য—

ছেলে-মেয়েদের

ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা

আপন নিয়মে

প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণে

স্বাধীনতার উন্মুক্ত

আকাশের নিচেয়।

মাতা-পিতা প্রৌঢ়ের
কিনারায়
এগোবে যত—

সন্তানেরা তারুণ্যের
চৌকাঠ
পেরিয়ে

ততদিনে
দাঁড়াবে এসে
যৌবনে।

মাতা-পিতা ক্রমশ
পরিণত হবে
পিতামহী পিতামহতে

নাতি নাতনিদের হাত ধরে,
ঠাকুমার ঠাকুরদার ঝুলি
ফাঁকা হতে থাকবে
সর্ব পরিক্রমায়।

চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় একদিন
পিতামহী পিতামহ
নরম পদক্ষেপে
সময়ের হাত ধরে
ধরে

পাকা ফলের চূড়ান্ত পর্বে
প্রপিতামহী প্রপিতামহ
নামে

ফাল্গুনের কোমল বাতাসে
প্রকৃতির নিয়মে

টুক করে খসে
পড়বে
যন্ত্রণাবিহীন
নিজেরই অজান্তে

মাটির কোলে
শতায়ুর জয়টীকা
জীবনের কপালে
এঁকে ঃ

যেতে হলে
এভাবে যাওয়া—
যে গেল
তার দুঃখ নেই

কারণ—
পৃথিবীতে সে অন্ন পেয়েছে
পেয়েছে বস্ত্র
পেয়েছে আশ্রয়

চিকিৎসা এবং শিক্ষা
যখন যা প্রয়োজন
পেয়েছিল সে,

সে এসেছিল আগে
গিয়েছে সে আগে ;

যারা রইল
তাদের দুঃখ
কেবল—
যে চলে গেল
তার জন্য ঃ

তাবাদে
সুখী পৃথিবী
সুখী সব মানুষ
আমরা।

বুকের গোপন কুঠুরিতে
আমাদের
এই এই-ইচ্ছাগুলো
এই চাওয়া
লালিত হয়েছে

শতাব্দীর পর
শতাব্দী

বিজ্ঞানের সারস্বত সাধনে
হয়তো সুখের
সেদিন
বেশি দূর নয়

পৃথিবীকে স্বর্গ
বলা।

## আমি কোথাকার অধিবাসী ?

আমি কোথাকার অধিবাসী ?
—আমি বিশ্ববাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি পৃথিবীবাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি ভারতবাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি পশ্চিমবাঙলার অধিবাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি বিধাননগরের অধিবাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি ১/২ রতনলাল কুটীরের অধিবাসী।
: বুঝলাম, স্পষ্ট হল না।
—আমি বিধাননগরের অধিবাসী।
: বুঝলাম, কিছু বুঝলাম।
—আমি পশ্চিমবাঙলার অধিবাসী।
: বুঝলাম, কিছু বুঝলাম।
—আমি ভারতবাসী।
: বুঝলাম, কিছু বুঝলাম।
—আমি পৃথিবীবাসী।
: বুঝলাম, অনেকটা বুঝলাম।
—আমি বিশ্ববাসী।
: বুঝলাম। স্পষ্ট হল।

## পরম পরিচয়

জাতিতে আমি মানুষ
এটাই আমার
পরম পরিচয়।
আমি বিশ্ববাসী,—
ধরণীর কোলে
আমার বাসা।
ভারতবর্ষে পশ্চিম বাঙলায়
গঙ্গা প্রমুখ নদীর
পলিতে
আমার কর্মপ্রবাহ।
আমি মাতাপিতার
পুত্র সন্তান,
কারো আমি দাদা
কারো আমি ভাই,
কারো জ্যাঠা কারো কাকা
কারো আমি মামা
কারো বা ভাগ্নে।
আমি বিবাহিত
আমি আমার স্ত্রীর
স্বামী।
আমি শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে
জামাই
শ্যালক শ্যালিকার কাছে
জামাইবাবু
আমি কারো পিশে মহাশয়
কারো কাছে আমি
মেশো মহাশয়।

পুত্র কন্যাদের কাছে
আমি পিতা,

পুত্র কন্যাদের ছেলেমেয়েদের কাছে
আমি পিতামহ হয়ে যাবো,
নাতিনাতনির ছেলেমেয়েদের কাছে
প্রপিতামহ বলে
সম্মান পাবো।

আমার পিতা আছেন,
পিতামহ ছিলেন,
ছিলেন প্রপিতামহ
এবং এবং এবং
পূর্বপুরুষেরা ছিলেন।

আর পূর্বপুরুষের চোখে
আমি
অধস্তন পুরুষ,
এবং এবং এবং উত্তর পুরুষের
চোখে
আমি হয়ে যাব
পূর্বপুরুষ,
আমার চারপাশের কাছে
আমি প্রতিবেশী।

ছাত্রদের কাছে
আমি মাস্টার মহাশয়।

দোকানদারের কাছে
আমি ক্রেতা,
ক্রেতার কাছে
আমি বিক্রেতা।

ট্রেনে বাসে ট্রামে ইত্যাদি যানে
আমি যাত্রী,
পথে আমি পথিক
ঘরে আমি গৃহস্থ।

আমাকে তোমরা কেউ
সাহিত্যিক বলছ
কেউ কবি বলছ
কেউ বা বলছ লেখক

সে তোমাদের একান্ত
অভিরুচি
তোমাদের সদিচ্ছা
তোমাদের প্রেম।

আমি জানি
জাতিতে আমি মানুষ
এটাই আমার পরম পরিচয়।

আমি বিশ্ববাসী
ধরণীর কোলে আমার
বাসা!

চার ধরণের মানুষ

মানুষ ঃ যাদের গঠনমূলক ভাবনা এবং কাজের সঙ্গে কথার মিল আছে এবং কথায় ও কাজে পার্থক্য নেই। মুখে মনে এক। মানুষ ষোল আনা মানুষকে পায়।

মানুষ ঃ যাদের ভাবনা গঠনমূলক কিন্তু ভাবনার সঙ্গে কাজের এবং কাজের সঙ্গে কথার পার্থক্য হয়ে যায়। এই পার্থক্যের জন্য তারা দুঃখিত, রাগত, অনুতপ্ত। তারা কারণ খোঁজে। বুঝতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ, কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি বা শারীরিগত দৌর্বল্য দায়ী। মানুষ পায় বারো আনা সচেতন এই মানুষকে।

মানুষ ঃ যাদের ভাবনা এবং কাজ গঠনমূলক নয় এবং মুখেও তারা তা স্বীকার করে। অর্থাৎ মনে মুখে এক। মানুষ আট আনা মানুষের সাক্ষাৎ পায়।

মানুষ ঃ যাদের ভাবনা এবং কাজ একরকমের কিন্তু মুখে অন্য রকম। মানুষ চার আনা এই মানুষকে দেখে ভাবনায় পড়ে।

## কে কার চোখে

ছেলেমেয়েদের চোখে
শ্রেয়জন
প্রথমে মা
দ্বিতীয় বাবা,
স্ত্রীর চোখে শ্রেয়জন
স্বামী
স্বামীর চোখে প্রিয়জন
স্ত্রী,
পুত্রবধূর চোখে
প্রথম শ্রেয়জন
শ্বশ্রুমাতা
দ্বিতীয় শ্বশুরপিতা,
জামাই-এর চোখে
প্রথম শ্রেয়জন
শ্বশ্রুমাতা
দ্বিতীয় শ্বশুরপিতা,
ভাই-এর চোখে
প্রিয়জন দিদি
এবং দাদা
দিদি-দাদার চোখে
স্নেহভাজন বোন
এবং ভাই,
মামার এবং মামীর
কাছে
স্নেহভাজন
ভাগ্নে বৌ
এবং তাদের পুত্র কন্যারা,

ভাগ্নে এবং ভাগ্নে বৌ-এর চোখে
প্রিয়জন মামা-মামী
এবং তাদের পুত্র কন্যারা
স্নেহভাজন।
পিসি এবং মাসীর চোখে
স্নেহভাজন
বোনের, ভাই-এর ছেলেমেয়েরা,
পিশে এবং মেশোর কাছে
সবচেয়ে প্রিয়জন
তাদের যারা সম্বোধন করে
পিসে এবং মেশো বলে,
ঠাকুমা, ঠাকুর্দা এবং
দাদু, দিদিমার কাছে
আদরের ধন
নাতি-নাতনিরা।
পূর্বপুরুষের চোখে
স্নেহভাজন উত্তর পুরুষ,
উত্তর পুরুষের চোখে
শ্রেয়জন
পূর্বপুরুষ,
মানুষের চোখে
শ্রেয়জন
বিশ্বপ্রকৃতি
মানুষের চোখে
প্রিয়জন
মানুষ।

## ভালো হয়নি, লিখছি

ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক খাতা দেখে
লিখতাম, 'খুব ভালো',
কিংবা, 'ভালো'
নয়তো, 'খারাপ' ;
পরে নিজের নাম সই করে,
তারিখ লিখতাম।
'খুব ভালো', তারিফ পেয়ে
ছাত্র বা ছাত্রীর মুখ
জোৎস্নার আলোর আনন্দে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠত ;
'ভালো', তারিফ পেয়ে,
ছাত্র বা ছাত্রীর মুখ
পূর্ণিমার পর—
তৃতীয়ার চাঁদ হয়ে উঠত,
কিন্তু
'খারাপ', লেখা খাতা পেয়ে
ছাত্র বা ছাত্রীর মুখে
অমাবস্যার কালসিটের
দাগ পড়ত,
ইদানীং 'খারাপ', কথাটা
লিখছি না,
পরিবর্তে, 'ভালো হয়নি'
লিখছি।
'খুব ভালো' আছে
আছে, 'ভালো',
তারপরেই
'ভালো হয়নি', লিখছি।

বয়স বাড়তে বাড়তে
বুঝলাম
'খারাপ', বলে
কোথাও কিছু নেই
খারাপ, যাকে বলছি
তার অন্তরে
কোন না কোন রূপে
'ভালোই' আছে,—
সময় সুযোগ পেলে
'সেই ভালো' হাসি মুখে
বেরিয়ে পড়ে—
আর তখনই
'খারাপ', লেখা
এবং লিখেছি বলে
নিজেকে বড়
দোষী মনে হয়।

## জীবনের অদ্বৈত প্রহর

আঁধার মিথ্যেতো নয়ই—
আঁধার রাত দিনের
মতই স্পষ্ট, সত্য।
আকাশ ভরা চাঁদ তারা
গ্রহ ধূমকেতু
নিয়ে কেবল
আঁধারের রূপ
গড়ে ওঠে না,—
রাত বিশ্রামাগার।
নিজেকে এবং নিজেদের
চিনে নেবার—
সুযোগ আসে
রাতের আঁধারে।
রাত জীবনের অদ্বৈত প্রহর
অদ্বৈত অনুভূতির—
সম্মিলনে যে সৃজন,
সেই সৃজনের ফলে
পৃথিবী
দিনের গতিময়তা পায়,
নতুন সৃষ্টির
সংকল্পে দৃঢ় মন
রাতের আঁধারের রূপ
দর্শন করে।

রাতের আঁধারের রূপে
দিনের আলোর রূপ
সার্থকতা পায়।
আঁধার রাত দিনের মতই
স্পষ্ট সত্য হয়,
আঁধার মিথ্যেতো নয়ই।

## ॥ আসছে বারে এসো ॥

## ভূমিকা

কবিতা আমার ব্যক্তিগত খুশির দৌড়, আমার সুখ-দুঃখের ঝরে পড়া পাপড়ি। স্তিমিত সৌরভ ও সৌন্দর্যের বিন্যাসে এরা ত্রুটিমুক্ত নয়। তবুও এগুলো আমার কাছে কবিতা। আর, এরাই হল আমার মনের ইচ্ছের শান্তায়ন।

## আজও বেঁচে আছি

একটি গোলাপ হয়ে আমার অঙ্গনে
ফুটেছিলে কতদিন আগে,
তারই সৌরভ নিয়ে
শুধু বেঁচে আছি,
দেখো, আজও বেঁচে আছি।

মাধবী লতার মত বসন্ত বাতাসে
আলিঙ্গন দিয়ে—
কতবার ছুঁয়ে গেছো মনের আঙ্গিনা
স্রোতস্বিনী নদীটির মতো।
সেই স্পর্শসুখ নিয়ে
বেঁচে আছি আমি ;
দেখো, আজও বেঁচে আছি।

অনেক পাহাড় ভেঙ্গে
চলে গেছো দূরে—বহুদূরে।
আমি একা পড়ে আছি
অরণ্যের অন্ধকার নিয়ে।
বিবিক্ত আবেশে—
দেখো, আমি বেঁচে আছি.
আজও বেঁচে আছি।

আবল্য এসেছে মনে ;
ঊষর, উছল, রিক্ত,
আবাধা জীবন ;
কবে যে ফতোয়া পাবো
জানি না তো ঠিক।
শুধু জানি—
আজও আমি বেঁচে আছি,
দেখো, বেঁচে আছি।

## পানকৌড়ি সময়

ফুলের মতো দিনগুলোয়
কাটলো তোমার সঙ্গে
গভীর অনুরাগে।
চাঁদের শরীর নিয়ে এসেছিলে
চোখে ছিল পরাগের মায়া,
ওষ্ঠ ছিল ভারাক্রান্ত—
কামনার ওমে,
বিল্বস্তনে জেগেছিল যৌবন-পিপাসা।
আমার এ পৃথিবীতে
তোমার ভ্রূকুটি স্পর্শে
উচ্ছলিত জীবনের নদী-নালাগুলো
থৈ থৈ যৌবনের
দীর্ঘ আলাপন।
পানকৌড়ি ডুব দিয়ে
হুস্ করে সময়টা চলে গেল
দিনান্তের পটে।
খাঁজকাটা মনটার
অন্ধকার কোণে কোণে
জড়তার শ্যাওলারা জমে।

## ইচ্ছে

সত্যি সত্যি ইচ্ছে করে
দাওনা দেখা আরেক বার,
গুঞ্জরিত ঊর্মিমালায়
হিল্লোলিয়া চমৎকার।

এখন বড্ডই ক্লান্ত আমি,
ফুরিয়ে গেছে সব সুবাস ;
ক্লান্ত পাথায় ঝিম ধরাল
শ্রান্ত মনের হিম বাতাস।

ডগর্ ডগর্ ঝিনিক্ তালে
আর জাগে না মৌমিতা,
ভাবনা ডাঙ্গায় হাজার মিছিল
মৌন-আঁধার বাগ্মীতা।

সত্যি করে ইচ্ছে করে
দাওনা ফিরে দিনগুলো,
ঝিক্‌মিক সেই ঝাউএর বনে
সব পেয়েছির ঢেউ তোলো।

## ফিরে পাওয়া

তুহিন যৌবনা এখন তুমি,
তাই—ভালবাসার পাঞ্চজন্য শাঁখে,
অতীতের স্মৃতির রাগিণী
বেজে চলে অহরহ।
কি করি এখন বল, উপায় তো নেই।
রেশন, বাজার, টিউশনি,
মাসকাবারি কৌটো থেকে
খুচরা পয়সা নিয়ে—
ট্রামের পেছনে ধাওয়া করি।
আট প্রহরের নীড়ে বাঁধা এ জীবন,
চাওয়ার বেদনাগুলো কুরে কুরে খায়।
মনের মেঘের আস্তরণে
জমা আছে যৌবনের ঢল্।
তুম্বক রৌরবে—
ভালবাসা আবার কি হবে না সোচ্চার!

## চুরি

প্রতিপদের চাঁদ টুপ্‌ করে খসে পড়ল
অন্ধকার মনের দিগন্তে—
হসন্তের মত।
মিটি মিটি তারাদের ফেনিল জটলা
এখানে ওখানে।
স্বাদহীন গন্ধহীন দেহের আবর্তে,
বার্ধক্যের আঁশটে গন্ধ।
বিবেক পলাতক।
হরিৎ প্রান্তরে হারিয়ে গেছে
বিস্তীর্ণ অনুভব।
চেতনার চৌকিদার ঘুমে ঢুলু ঢুলু;
আর, তখনই হল ভাবের ঘরে চুরি।
কাঁচের বাসনগুলো রেখে গেল শুধু,
নিয়ে গেল প্রত্যয়ের নিরেট বাসনা।

## তোমাকেই খুঁজি

কোন এক দ্বিপ্রাহরিক অবসাদে,
মাথার ওপর লোডশেডিং নিয়ে,
বিনিদ্র হৃদয়ে শুধু—
তোমাকেই খুঁজি।
তখন তো মনে হয়—
তুমি আছো চেতনার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
দিনের খেয়ার শেষে নির্লিপ্ত প্রান্তরে
রাত্রির শেষ ট্রাম ছুটে চলে—
ক্লান্ত পায়ে, অক্লান্ত আবেগে।
তখন হৃদয়ে ওঠে রিন্ রিন্ ধ্বনি;
মনে হয়—
তুমি আছো, তবু তুমি আছো।
লক্ষ কোটি বসন্তের পর
এখনো বসন্ত আসে।
এখনো কোকিল গায় বেহাগ পঞ্চমে।
এখনো ফুলের ঘ্রাণ
কথা বলে বাতাসের স্রোতে।
এখনো হৃদয়-তন্ত্রী বিষাদ সিন্ধুতে
তোমাকেই খুঁজে ফেরে
শীর্ণ নদীতটে।

## সেই তুমি

শ্রাবণ আঁধারের করুণ দৃষ্টি নিয়ে
বসে আছি নির্লিপ্তের আম দুয়ারে,
রিক্ত, নিঃস্ব, প্রাংশুল-বৈভবে।
এখন গভীর রাত, কোরকের সুষমায়
প্রগল্‌ভা শর্বরী।
এমন সময় তুমি এলে।
সলাজ সঘন বুকে
স্তনিত বাঙ্ময়। অধর পল্লবে—
উপচিত রহস্যের তপ্ত বিভাবরী।
কি এক সৌভিক কৌশলে—
আকাশের শরীর নিংড়ে নিয়ে এলে
এক ফোঁটা আলো।
অঙ্গবীথির প্রান্তর পেরিয়ে
দেখতে পেলাম—
তোমার অচ্ছোদ গাঙে
অনার্তবা কিশোরীর হাসি।

## এখনো তোমাকে খুঁজি

এখনো তোমাকে গমকে গমকে
চমকে চমকে দেখি,
যদিও আমার দিন গেছে পার
ভালবাসা সুখ মাখি।
এখনো ছন্দ বিবেকানন্দ
অলকানন্দে ভাসে ;
এখনো বেদনা করুণ-রোদনা
বিলোল ভঙ্গে হাসে।
তবু—মিছেমিছি এত কাছাকাছি
তোমার সঘন চোখে,
বুক পেতে তাই সুখ পেতে চাই
নিংড়ে হিমানী দুখে।
এখনো রসনা ক্লান্ত হল না,
ক্লান্ত হবে না জানি,
বিমূঢ় ছলনা, আশা-ব্যঞ্জনা
করছে যে কানাকানি!
আলুথালু মনে এখানে ওখানে
তোমাকেই খোঁজে চোখ,
দলিত জীবন গাইবে এখন
শেষ গোধূলির শোক!

আহা সুখ!

কেন যে বেদনা দাও
শুধু শুধু!
বার বার কেন তুমি আসো?
একবারও জাগে না সাধ
শ্রাবণের ধারাপাতে—
ধুনে যাও সবুজ প্রান্তর?
আহা সুখ!
কতদিন দেখিনি তোমাকে!
দিনান্তের টিপ্ পরে
কাজল দীঘির চাউনি নিয়ে
তাকাও না একবার? মিনতি তোমাকে।
সেই যে, সেদিন পুষ্প বাসর সজ্জায়,
কামনার চাদরটা মুড়ি দিয়ে
আমার চৌকাঠে পা রেখেছিলে
নৈঃশব্দ ঝংকারে;
সলজ্জ ওমের গন্ধ
আজও পাই হা-হুতাশ সুরে।
তাই দিয়ে হাসি, কাঁদি,
গান গাই। আর দেখি—
আটপৌরে জীবনের
অগোছাল গ্লানি।
আহা সুখ!
কতদিন দেখিনি তোমাকে!

## কনে দেখা মোহিনী আলোয়

গোধূলির কনে দেখা মোহিনী আলোয়
তোমার বিজন ছায়া পড়েছিল
পলাতক মনে।
আম মুকুলের গন্ধে
সঙ্গে করে এনেছিলে—
সুষুপ্তির নীড়;
যা ছিল আমার মনে
এতাবৎ আকাশ-কুসুম।
তোমার কাজল চোখ
সান্ধ্য বটচ্ছায়া মেখে বলেছিল—
নৈষ্কর্ম্যের চৌকাঠ ডিঙ্গোতে।
আমার রাবণ-মন
কনে দেখা মোহিনী আলোয়,
সোনার হরিণ সেজে
কৌশল দেখাতে ব্যস্ত ছিল।
আজ আর ঘর নেই,
ভেঙ্গে গেছে আদিম তান্ডবে।
উলঙ্গ প্রান্তরে শুধু
কনে দেখা মোহিনী আলোয়,
বসে বসে চেয়ে দেখি
কুয়াশা অতীত।

## গতিপথ

তোমার ধ্রুপদী শরীরে শুনি
তিস্তার শিহরণ ধ্বনি,
ঈষদুষ্ণ বুকের নিতলে
ভালবাসার জড়োয়াটা বলে,—
হীরামন পাখীটা কোথায়?
সম্বংশী কামনার আঁজনাই চোখে,
উৎফুল্ল মেঘেরা খোঁজে
সমিদ্ধ প্রেমের সহবত।
গোধূলির আলো ঘিরে মঙ্গল প্রত্যাশা
ঝরে ঝরে পড়ে যায়
ঢল ঢল সবরী জংঘায়।
তারপর—অন্ধকার উলঙ্গ প্রাঙ্গণে
অনাগত সুখ আঁকে—
মিথ্যের আল্‌পনা।

## আসছে বারে এসো

রাখছি কিন্তু এবার বলে করে
আসছে বারে এসো আমার হয়ে।
তোমার জন্য থাকবে আসন পাতা,
শেকল ছিঁড়ে আনবে স্বাধীনতা।
সন্ধ্যামণি ফুলের সুবাস নিয়ে
আসছে বারে এসো আমার হয়ে।

এখন আমি একা, বড়ই একা ;
তুমি আছো, তবু না পাই দেখা।
রাঙ্গা পিঁড়ি আছে হৃদয় নীড়ে,
কোথায় তুমি ! হারিয়ে গেছ ভীড়ে।
বসে আছি তোমার পথটি চেয়ে
আসছে বারে এসো আমার হয়ে।

শিউলী-ঝরা ভোরের বাতাস নিয়ে।
আসবে তুমি পূবের তোরণ দিয়ে
কুর্চি ফুলের সোহাগ-রেণু মেখে
ঠাঁই যেন পাই তোমার সজল চোখে।
ক্রন্দসী মন ঝল্লরী-বন-ছায়ে
আবার এসো, রাখছি বলে কয়ে।

প্রাত্যাহিকের ছল-চাতুরীর হাটে,
বিকিকিনি হল না তো মোটে।
আঁচল ভরা সবুজ ফসল তুলে—
আসবে আমার জীবন-নদীর কূলে।
ভাসবো আমি সব ঠিকানার ঢেউয়ে
আসছে বারে এসো আমার হয়ে।

প্রভাত-মিহির এখন অস্তপারে,
শেষ গোধূলির শোকের ছায়া নীড়ে।
রাতের আঁধার ঢাকবে শরীর, জানি,
ঠাণ্ডা শীতল হিমের আঁচলখানি।
যাবার আগে রাখছি বলে করে
আসছে বারে এসো আমার হয়ে।